কুষ্টিয়ায় কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

কৃষি প্রণোদনার আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে আমন ধান(উফশি), গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ ও রাসয়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে এসব বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে শুভ উদ্বোধন করেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ কামারুল আরেফিন।

এসময় তিনি বলেন, কৃষিবান্ধব সরকার ক্ষমতায় রয়েছে বলেই কৃষকদের এখন আর সার নিয়ে সমস্যা হয় না। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে দেশে কৃষিতে বিপ্লব ঘটে।

তিনি আরও বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৃষিবান্ধব নীতি মেনেই সরকার কৃষি উন্নয়নে বিভিন্নখাতে ভর্তুকি দিচ্ছে। আর কৃষি খাতে ভর্তুকি দেয়ায় কৃষকরা কৃষি কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছে বলেই বাংলাদেশ আজ খাদ্য ঘাটতির দেশ থেকে খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিনত হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আব্দুল কাদের, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, মোঃ ইমরান বিন ইসলামসহ সংশ্লিষ্টরা।

মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, মিরপুর উপজেলাতে ১৬২০ জন কৃষক কে উফশী আমন ধান বীজ ও সার প্রদান করা হবে যেখানে প্রতিজন ৫ কেজি ধান বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমেপি সার প্রদান করা হবে। এছাড়া ৫০ জন কৃষক কে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ ও রাসয়নিক সার প্রদান করা হবে যেখানে প্রতিজন কৃষক ১ কেজি পেঁয়াজ বীজ, ২০ কেজি ডিএপি সার ও ২০ কেজি এমওপি সার প্রদান করা হবে।

দৌলতপুরে পদ্মার চরে বাদাম তোলায় ব্যস্ত কৃষক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার রামকৃষ্ণপুর, চিলমারী, মরিচা ও ফিলিপনগর ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পদ্মা নদীতে মাইলের পর মাইল চর পড়েছে। বন্যার পর চরের মাটিতে পলি জমায় মাটি র্উবর হওয়ায় অতিরিক্তি সার, সেচ, কীটনাশক দিতে হয় না। ফলে বীজ রোপণের তিন মাসের মধ্যেই বাদাম তোলা হচ্ছে। চরজুড়ে এখন বাদাম তোলার কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন চাষীরা।

দৌলতপুরে উৎপাদিত বাদামের মান ভালো হওয়ায় প্রতি বছরই দশেরে বিভিন্ন জেলা থেকে পাইকাররা এসে এখান থেকে বাদাম কিনে নিয়ে যায়। রামকৃষ্ণপুর, চিলমারী, মরিচা ও ফিলিপনগর চরসহ বিভিন্ন চরে কৃষকেরা বাদামের চাষ করেছেন।

উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়রেনর চরাঞ্চল ঘুরে দেখা যায়, কৃষাণ-কৃষাণীরা ক্ষেত থেকে এখন বাদাম তোলায় ব্যস্ত।

চলতি মৌসুমে চরাঞ্চলে প্রায় ৮৯০ হেক্টর জমিতে চীনা বাদামের চাষ হয়েছে। বিঘাপ্রতি ৭-৯ মণ হারে ফলন পেয়েছেন। ৩ হাজার ৮০০ টাকা মণ দরে বিক্রি করে খরচ বাদ দিয়ে লাভ হওয়ায় দরিদ্র চাষিদের মুখে হাসি ফিরেছে।

উপজেলার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের বাদাম চাষি সাহাবউদ্দিন বলেন, এবার ৬ বিঘা জমিতে বাদাম চাষ করেছি। যে জমি এক সময় কোনো কাজেই আসত না, সেই জমিতে বাদাম ফলিয়ে অনেক লাভবান হচ্ছি।

ইসলামপুরের কৃষক আবুল হাসেম জানান, ৫ বিঘা জমিতে বাদাম চাষ করে তিনি এবার প্রায় ২ লাখ টাকার বাদাম বিক্রি করেছেন। সব খরচ বাদ দিয়ে তার প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। তবে কৃষি অফিসের সহযোগীতা পেলে আরো বেশি সাফল্য পাওয়া যেত বলে জানান ঐ কৃষক।

অন্যদিকে বাদাম ক্ষেতে কাজ করে দিনমজুররাও চরম খুশি। তারাও কৃষকের বাদাম ক্ষেতে গাছ থেকে বাদাম ঝরিয়ে প্রতিদিন প্রায় তিন’শ থেকে চারশ’ টাকা আয় করেছেন। এমনটিই জানালেন খোদেজা খাতুন নামে এক নারী শ্রমিক। বাদামের ব্যবসা লাভজনক হওয়ায় চাষিদের পাশাপাশি ব্যবসায়ীরাও খুশি। কৃষি বিভাগের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় প্রণোদনা

দেওয়ায় এ বছর বাদাম চাষে ভালো ফলন হয়েছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম বলেন, তামাক চাষে অনাগ্রহী করতে চরের সব অনাবাদি জমি কীভাবে বাদাম চাষের আওতায় আনা যায় সে লক্ষ্যে কৃষি বিভাগ কাজ করছে। দৌলতপুরে পদ্মার চরে প্রায় আড়াই হাজার হেক্টর জমিতে কোনো ফসল হয় না। এসব জমি বাদাম চাষের আওতায় আনা গেলে একদিকে যেমন চরের দরিদ্র কৃষকদের মুখে হাসি ফোটানো সম্ভব হবে, অন্যদিকে অর্থকরী ফসল বাদাম চাষ করে কৃষকের সারা বছরের আর্থিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে বলে মনে করেন চরবাসী।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক নাদিরা খানম কুষ্টিয়া জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক (মাধ্যমিক পর্যায়ে-২০১৮/২০২২) এবং বিদ্যালয়ের বর্তমান সহকারী প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাঃ আনোয়ার হোসেন ২০১৭ সালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হওয়ায় বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাকেও সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।

আজ সকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে তাদেরকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও সম্মাননা স্মারক ক্রেষ্ট তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) মহাঃ মোজাম্মেল হক।
কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক আনোয়ার আজম সরকার, সাইদুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর সিদ্দিক, শাহিনা বেগম, শামীমা আক্তার, নীলিমা রানী, অলোকা রায়, হাফেজ মোঃ রুহুল আমিন, মাহমুদুল হাসান, রেজাউল করিমসহ সকল শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, কর্মদক্ষতা আর শ্রেণি কক্ষে সুদক্ষভাবে পাঠদানের পাশাপাশি করোনাকালীন শিক্ষার অংশ হিসেবে অনলাইন কার্যক্রমে সক্রিয় অবদান রাখার জন্য জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২২ উদযাপন কমিটি

উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে নাদিরা খানমকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত করেন।

এ বিষয়ে নাদিরা খানম বলেন, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২২ এ কুষ্টিয়া জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি । অভিভূত হয়েছি আমার বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও এই প্রতিষ্ঠানের উষ্ণ অভিনন্দনে। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ আমাকে যারা অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই অর্জন কেবল আমার একার নয়, এই প্রতিষ্ঠানের বলেও উল্লখ করেন তিনি।

কুষ্টিয়ায় শিক্ষকের হাত কাটলেন সন্ত্রাসীরা

কুষ্টিয়ার কুমারখালী বাঁশগ্রাম আলাউদ্দিন আহম্মেদ ডিগ্রি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তোফাজ্জেল বিশ্বাস (৫২) নামের ব্যাক্তির হাতের কবজি কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে দূর্বৃত্তরা।

মঙ্গলবার দুপুরের দিকে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বংশীতলা নতুন ব্রিজের উপর এই ঘটনা ঘটে। আহত তোফাজ্জেল বিশ্বাস কুমারখালী বাগুলাট ইউনিয়নের শালঘর মধুয়া এলাকার জালা বিশ্বাসের ছেলে।

এলাকাবাসী সুত্রে জানা যায়, বংশীতলা নতুন ব্রিজের উপর রাস্তার কাজে ব্যবহৃত রোলার মেশিন দাঁড়ানো ছিলো এবং সেই রোলার মেশিনের পিছনে পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক আগে থেকে প্রায় ১০-১৫ জন অজ্ঞাত লোক লুকিয়ে ছিলো। এসময় অধ্যাপক তোফাজ্জেল তার নিজ বাড়ি শালঘর মধুয়া থেকে কুষ্টিয়া শহরের দিকে আসার পথে বংশীতলা ব্রিজের উপর আসলে দূর্বৃত্তরা তার উপর হামলা চালিয়ে ডান হাতের কবজি কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে পালিয়ে যায়। পরে এলাকাবাসীরা ছুটে এসে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়।

কুষ্টিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ সাব্বিরুল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, বাঁশগ্রাম এলাকায় দুই গ্রুপের সংঘর্ষে

বংশীতলা এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে৷

কুমারখালীতে আইসক্রীম ফ্যাক্টরিতে জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ২টি আইসক্রীম ফ্যাক্টরিতে অভিযান চালিয়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। সোমবার দুপুরে যৌথ ভাবে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিতান কুমার মন্ডল ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীদুল ইসলাম।

ভ্রাম্যমান আদালত সুত্রে জানা গেছে, পৌর এলাকার আগরাকুন্ডা গ্রামে মধুরুচি আইসক্রীম ও আশা আইসক্রীম নামের দুটি ফ্যাক্টরিতে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় তাদের বৈধ লাইসেন্স না থাকা, ব্যবহৃত মালামালের মেয়াদ না থাকা নোংরা পরিবেশ ও সাধারন জগনের সাথে প্রতারনা করার অপরাধে দুটি ফ্যাক্টরির মালিকদের মোট ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিষয়ে র্নিবাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিতান কুমার মন্ডল বলেন, বৈধ লাইসেন্স না থাকা, ব্যবহৃত মালামালের মেয়াদ না থাকা নোংরা পরিবেশ ও সাধারন জগনের সাথে প্রতারনা করার অপরাধে দুটি ফ্যাক্টরির মালিকদের মোট ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।এরা বিভিন্ন কোম্পানির লোগো ব্যাবহার করেন যার কোন অনুমতি নাই, মেয়াদ ফেল মালামাল ব্যাবহার, নোংরা পরিবেশ এর কারনে জারা এ আইসক্রিম খাবে তারা অসুস্থ হয়ে পড়বে তাই তাদের এ জরিমানা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন জনস্বার্থে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত আগামীতে অব্যাহত থাকবে।

কুষ্টিয়ায় যুবককে শ্বাসরোধে হত্যার দায়ে দুই যুবকের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলায় সাবু মিয়া (২০) নামে এক যুবককে শ্বাসরোধে হত্যার দায়ে বাপ্পী প্রামাণিক ও আল আমিন নামে দুই যুবকের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাদেরকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (৩০) দুপুরে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম এ রায় দেন।
রায় ঘোষণার সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। রায় ঘোষণার পরপরই দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের পুলিশ পাহারায় জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- কুমারখালী উপজেলার মহেন্দ্রপুর এলাকার গোলাপ সর্দারের ছেলে আল আমিন সর্দার এবং একই উপজেলার চাপাইগাছি এলাকার আজিম প্রামাণিকের ছেলে বাপ্পি প্রামাণিক।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর বিকেলে সাবু মিয়া বাড়ি থেকে বাজারের উদ্দেশ্যে বের হন। এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ হন। বাড়ির লোকজন তাকে খুঁজে পাচ্ছিল না। পরদিন ১৩ সেপ্টেম্বর সকালে চাপাইগাছি এলাকায় একটি কলাবাগানের মধ্যে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় মরদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। সাবুর পরিবারের লোকজন মরদেহ শনাক্ত করেন। পরে কুমারখালী থানা পুলিশ সাবুর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। পরদিন ১৪ সেপ্টেম্বর নিহত সাবু মিয়ের বাবা স্বপন মন্ডল বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা করেন। প্রেমঘটিত বিরোধকে কেন্দ্র করে সাবু মিয়াকে নির্মমভাবে নির্যাতন করে শ্বাসরোধে হত্যা করেন আসামিরা।

মামলার তদন্ত শেষে ২০১৬ সালের ১৮ জানুয়ারি আসামিদের বিরুদ্ধে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই আবুল হাশেম। সাক্ষ্য-প্রমাণ শেষে ৩০ মে রায় ঘোষণার দিন ধার্য করা হয়। ১৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে সোমবার আদালত এ রায় দেন।

আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) অনুপ কুমার নন্দী বলেন, হত্যা মামলায় দোষী প্রমাণিত হওয়ায় দুই আসামিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। রায় ঘোষণার সময় তারা আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় আলোচিত ট্রিপল হত্যা মামলার ১১ জনের কারাদন্ড

প্রায় সাড়ে ১২ বছর আগের কুষ্টিয়ার একটি আলোচিত ট্রিপল হত্যা মামলায় তিন আসামির আমৃত্যু এবং ৮ আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক তাজুল ইসলাম এই রায় প্রদান করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা সবাই পলাতক থাকায় তাদের অনুপস্থিতিতেই এই রায় ঘোষণা করা হয়। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এই মামলার ১১ আসামিকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়। দণ্ডপ্রাপ্তরা সবাই নিষিদ্ধ ঘোষিত বিভিন্ন চরমপন্থী বাহিনীর সক্রিয় সদস্য।

মামলার আমৃত্যু কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার পুতলা ডাঙ্গা গ্রামের আসকর আলীর ছেলে ফারুক সদ্দার, সদর উপজেলার পশ্চিম আব্দালপুর গ্রামের ইছাহাক আলী মাস্টারের ছেলে কালু ওরফে কফিল উদ্দিন, পৌরসভার আড়ুয়াপাড়া এলাকার কালো মজনুর ছেলে রোহান।

যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন, ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুন্ডু উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামের মৃত খোরশেদ মন্ডলের ছেলে ফারুক মন্ডল, ভায়না গ্রামের জবেদ আলীর ছেলে লিয়াকত আলী, কুষ্টিয়ার সদর উপজেলার করিমপুর গ্রামের জলিল শেখের ছেলে লিয়াকত শেখ, এছেম শেখের ছেলে মনোয়ার শেখ, আনছার শেখের ছেলে আকামউদ্দিন, ওয়াহেদ আলী

জোয়াদ্দারের ছেলে জমিরউদ্দিন, ইবি থানার খোর্দ্দবাখইল গ্রামের আবু বক্করের ছেলে নুরাল ওরফে নুরুল, সদর উপজেলার মাঝপাড়া গ্রামের ওম্মাদ মন্ডলের ছেলে খাকচার মন্ডল।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০০৯ সালের ৯ আগস্ট গভীর রাতে সদর উপজেলার ভবানীপুরের আকবর আলীর ছেলে কাউয়ুমসহ আরও দুজনের মাথা কেটে কুষ্টিয়া শহরের সাদ্দামবাজার মোড়ের গণপূর্ত অফিসের সামনের গেটে ঝুলিয়ে রেখে যায় সন্ত্রাসীরা। পরে পুলিশ এসে ওই তিনজনের কাটা মাথা উদ্ধার করে। এরপর ইবি থানার সোনাইডাঙ্গা গ্রাম থেকে মস্তকবিহীন ওই তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করে এবং তাঁদের শনাক্ত করে। এ ঘটনায় নিহত অপর দুজন হলেন, আইউব আলী এবং সামসুজ্জামান।

ওই ঘটনায় নিহত কাইয়ুমের ভাই আব্দুল হাই বাদী হয়ে ১০ আগস্ট কুষ্টিয়া মডেল থানায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার দীর্ঘ তদন্ত শেষে ২২ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা। পরে দীর্ঘ শুনানি শেষে আজ মঙ্গলবার এই মামলার রায় ঘোষণা করা হয়।

কুষ্টিয়া জজ আদালতের পিপি অনুপ কুমার নন্দী বলেন, এটি শুধু কুষ্টিয়া জেলা নয়, সারা দেশ ব্যাপী একটি আলোচিত হত্যাকাণ্ড ছিল। টেন্ডারবাজি এবং টেন্ডারের দখল নেওয়া জন্যই মূলত চরমপন্থী সন্ত্রাসীরা এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করে। এই মামলায় তিনজনকে আমৃত্যু এবং ৮ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন আদালত। সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা সবাই পলাতক। তবে দীর্ঘদিন পর রায় ঘোষণা হলেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় শ্বশুরবাড়ি থেকে জামাতার লাশ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার সদর উপজেলার লাহিনী বটতলা এলাকায় শ্বশুরবাড়ি থেকে নাসির হোসেন (৩২) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার দুপুর ১টার দিকে সদর উপজেলার লাহিনী বটতলার খন্দকার পাড়া থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নাসির হোসেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আলামপুর ইউনিয়ন ভাদালিয়া কাথুলিয়া গ্রামের সাজ্জাদ হোসেনের ছেলে। তিনি উপজেলার লাহিনী বটতলার খন্দকার পাড়ার শওকত আলীর মেয়ের জামাই।

জানা যায়, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার লাহিনী বটতলা খন্দকারপাড়া এলাকার শওকত আলীর মেয়ে সুমাইয়া সুলতানা কাঞ্চনের স্বামী ২০১৪ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পর ২০১৬ সালে প্রেমের সম্পর্কের জেরে কাথুলিয়া গ্রামের নাসির হোসেনের সঙ্গে বিয়ে হয় সুমাইয়ার। আগের পক্ষের সুমাইয়ার একটি ছেলে সন্তান রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই নাসির তার বাড়িতেই থাকতো এবং সুমাইয়া ঢাকায় চাকরি করতো। সুমাইয়া কুষ্টিয়ায় বাবা বাড়িতে এলে নাসির শ্বশুরবাড়িতে আসে। পরে সকালে তার ঝুলন্ত মরদেহ পাওয়া য়ায়।

নাসির হোসেনের শ্বশুরবাড়ির লোকজনের ভাষ্য, রোববার (২৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বেড়াতে আসে নাসির। সকালে ঘরের ভেতরে তাকে গলায় রশি দিয়ে ঝুলতে দেখে থানায় খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে।

নিহত নাসির হোসেনের ছোট ভাই নাজমুল হোসেন অভিযোগ করে বলেন, আমার বড়ভাইকে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন হত্যা করে গলায় রশি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখে।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ওসি সাব্বিরুল আলম জানান, মরদেহটির ময়নাতদন্তের পর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

কুষ্টিয়ার ১৭টি ইটভাটাকে ৪২ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় অভিযান পরিচালনা করে অবৈধভাবে ইটভাটা

পরিচালনা ও কাঠ পোড়ানোর দায়ে ১৭টি ইটভাটা থেকে ৪২ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ রবিবার পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাঈদা পারভীনের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আতাউর রহমান, সহকারী পরিচালক কমল কুমার বর্মণসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আতাউর রহমান জানান, ভেড়ামারায় ১৭টি ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন আইন ২০১৩ সংশোধিত ২০১৯ আইন অনুযায়ী ৪২ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এর মধ্যে এমএইচটি ইটভাটাকে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা, আরএমবি এবং এমআরআই ইটভাটাকে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা করে, মানিক ব্রিকসকে ২ লাখ টাকা, এমএইচ ব্রিকসকে ১ লাখ টাকা, এএমবি ব্রিকসকে ৪ লাখ টাকা, আরবিএফ ব্রিকসকে ২ লাখ টাকা, এমবিএফ ব্রিকসকে ৪ লাখ টাকা, বিবিএফ ব্রিকসকে ৪ লাখ টাকা এবং ফোর স্টারকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানাসহ মোট ১৭টি ইট ভাটায় জরিমানা করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, কুষ্টিয়া জেলায় মোট ১২৬টি ইটভাটা রয়েছে। যার মধ্যে মাত্র ১৮টি ইটভাটার বৈধ লাইসেন্স রয়েছে। অবৈধ এসব ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কুষ্টিয়ার অনিক মাহমুদ পেলেন বেসিস আউটসোর্সিং অ্যাওয়ার্ড

বেসিস আউটসোর্সিং অ্যাওয়ার্ড-২০২১ সম্মাননা স্মারক লাভ করেছে কুষ্টিয়ার অনিক মাহমুদ। বিশেষভাবে সক্ষম ক্যাটাগরিতে বিজয়ী অনিক মাহমুদকে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

শনিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়ামে বিজয়ী অনিক মাহমুদের হাতে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)-এর উদ্যোগে ৭ম বেসিস আউটসোর্সিং অ্যাওয়ার্ড-২০২১ সারাদেশ থেকে বিশেষভাবে সক্ষম ক্যাটাগরিতে বিজয়ী অনিক মাহমুদকে এই সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। এছাড়াও সেরা ৯৯ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকেও পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেসিস সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবীর, বেসিস আউটসোর্সিং অ্যাওয়ার্ড-২০২১-এর উপদেষ্টা ও বেসিসের জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি ফারহানা এ রহমান এবং বেসিস আউটসোর্সিং অ্যাওয়ার্ড-২০২১-এর প্রধান বিচারক ও বেসিসের সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম রাওলি, ব্যাংক এশিয়ার প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরফান আলী, ব্যাংক এশিয়ার সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট জিয়া আরফিন, মাস্টারকার্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল এবং বেসিস সহ-সভাপতি (প্রশাসন) শোয়েব আহমেদ মাসুদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমদ‍ পলক বলেন, প্রতিবন্ধী হয়েও ফ্রিল্যান্সিং কাজ করে সফলতা লাভ করেছে কুষ্টিয়ার অনিক মাহমুদ। তাঁর শারীরিক বাধা কোনো ‘বাধা’ হয়ে ওঠেনি। ঘরে বসেই ই শিখন নামক ওয়েবসাইট থেকে কাজ শিখে নিজে আয় করার পাশাপাশি আরও অনেকের আয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছেন এই তরুণ। অনলাইন মার্কেটপ্লেস ফাইভার ও আপওয়ার্কে কাজ করে তিনি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আরও তরুণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে যা সত্যিই প্রশংসনীয়।

তিনি আরও বলেন, নিজের শারিরীক প্রতিবন্ধকতার কাছে হার মানেননি অনিক মাহমুদ। মনোবল হারাননি সে। অদম্য লড়াকু অনিক মাহমুদ এখন সফল ফ্রিল্যান্সার। অনেকের আইডলও বটে। প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমদ‍ পলক আরও বলেন, সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে অন্তত এক লাখ ফ্রি-ল্যান্সারদের উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করতে চায়। আর এর জন্য তিনি বেসিসের মাধ্যমে ফ্রি-ল্যান্সারদের প্রস্তাবনা দেওয়ার জন্য আহ্ববান জানান তিনি।

এবার বেসিস আউটসোর্সিং অ্যাওয়ার্ড-২০২১-এর কার্যক্রম ২৭ অক্টোবর ২০২১ থেকে নিবন্ধনের মাধ্যমে শুরু হয় এবং ১৮ই নভেম্বর

পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ সময়ে চৌদ্দ শতাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বেসিস আউটসোর্সিং অ্যাওয়ার্ড ২০২১’ এর নিবন্ধন করেন। এর মধ্যে থেকে বিচারকমণ্ডলীর মাধ্যমে ধাপে ধাপে যাচাই বাছাই করে, প্রতিষ্ঠান পর্যায় ও ব্যক্তি পর্যায়, এ দুটি ভাগে, সাত ক্যাটাগরিতে মোট ৯৯টি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।